সংবাদ

তারিখ 24 DEC 2008 পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ১

# মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ২০১১ সাল থেকে দাখিল ও আলিমের ইংরেজি এবং বাংলায় ২০০ নম্বরের কোর্স চালু করা হচ্ছে। অর্থাৎ ২০১১ সালে দাখিল ও আলিম পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষায় অংশ নেবে। এ বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণে এবং সময়োপযোগী করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক শিক্ষা কর্মকর্তা বলছেন, ২০১১ নয়, সরকার চাচ্ছে ২০১০ সালেই নবম ও একাদশ শ্রেণীতে বিষয়টি চালু করা হোক। এখানে একটি প্রশ্ন হলো, যারা ২০০ নম্বরে দাখিল পরীক্ষায় ইংরেজি ও বাংলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তারাই একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ২০০ নম্বরে বাংলা এবং ইংরেজি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। অতএব, ২০০৯ সালে দাখিলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ২০১১ সালে একাদশ শ্রেণীতে আলিম কোর্সে ভর্তি হয়ে আলিম পরীক্ষায় ২০১৩ সালে অংশ নিতে পারে। দাখিল পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি না থাকলে একাদশ শ্রেণীতে ২০০ নম্বরের কোর্সে ভর্তি হওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না। বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।

বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি গণিত শিক্ষায় দাখিল ও আলিম কোর্সকে আধুনিকায়ন এবং 'সময়োপযোগী' করতে হবে। তা না হলে মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্রছাত্রীরা তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় সমস্যায় পড়বে। তেমনি আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে ও সরকারি চাকরিতে অসুবিধায় পড়বে। বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে সিলেবাস প্রণয়ন কঠিন হওয়ার কথা নয়। দাখিল ও আলিম কোর্সকে সাধারণ শিক্ষার এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষাকে 'সমমানের পরীক্ষা' বলে বিবেচনা করা হয়। এটা মেনে নিলে এসএসসি ও এইচএসসির সিলেবাস দিয়েই পাঠ্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। মাদ্রাসা বোর্ড তাদের শিক্ষার্থীকে 'উপযোগী' সিলেবাস করা হলে তুলনা করা কঠিন হবে। বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের প্রতিটির ব্যাপারে বিষয়টি প্রযোজ্য।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তিতে বিঘ্নকারী শর্ত আরোপের কারণে আদালতের নির্দেশে 'খ', 'ঘ', 'ঙ' ইউনিটের ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ আছে। দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ নম্বরের কোর্স পড়ার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি বিভাগ মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি করে না। পরীক্ষার্থীরা এ ব্যাপারে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। আইনি লড়াই ছাড়াও মাদ্রাসা ছাত্ররা ক্যাম্পাসে 'বৃহত্তর' আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এমনকি উপাচার্যের কার্যালয় ভাঙচুরসহ ধর্মঘট ডাকার মতো কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় মাদ্রাসা বোর্ড মাদ্রাসা শিক্ষাকে 'যুগোপযোগী' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজি বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি করা হয় না। গত বছর গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে একই শর্ত আরোপ করা হয়। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের নির্দেশিকায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, উইম্যান এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ, ভাষাতত্ত্ব ও লোকপ্রশাসন বিভাগেও নতুন করে শর্ত আরোপ করা হয়। এছাড়া পটুয়াখালীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের শর্ত দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির শর্ত দেয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য এবং ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা যোগ্যতার সঙ্গে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে কি না সেটাও বিচার করবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে শিক্ষার মান আরও নিচে নেমে যেতে পারে। এসব বিচারে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সর্বশেষ সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে এ কাজের জন্য দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে কাজটা শুরু করা হবে পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ।